দামুড়হুদার বোয়ালমারি গ্রামে কৃষকের আম গাছ কাটে ফেলার অভিযোগ

দামুড়হুদার নাটুদা ইউনিয়নের বোয়ালমারি গ্রামের কৃষক সোহারাব আলীর জমিতে থাকা আম গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের রতন শেখ, নাঈম শেখ ও তৌওমিল শেখের নিকট ২০০৭ সালে কবলা দলিলে ১.০০ একর জমি ক্রয় করে দামুড়হুদা উপজেলার বোয়ালমারি গ্রামের সোহারাব আলী। আর সেই সময় থেকেই তিনি ভোগ দখল করে আছেন। কিন্তু গত পরশু তারা জমিতে প্রবেশ করে আম গাছ কর্তন করে। এছাড়া জমিতে থাকা ঘাসও কেটে নিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী সোহরাব আলীর ছেলে ফারুক হোসেন অভিযোগ করে বলেন আমার বাবা তাদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে। কিন্তু ২০২১ সালে তারা হয়রানি মূলক মামলা করে। বর্তমানে মামলা বিচারাধীন। বর্তমানে ওই জমিতে পুকুর খনন করার চেষ্টা করছে তারা। এ বিষয়ে মেহেরপুর সেনাবাহিনীর নিকট একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানান সোহারাব আলীর ছেলে মোঃ ফারুক।

দামুড়হুদায় যুবলীগ নেতা জাহিদুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় মারামারির ঘটনায় আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যুবলীগ নেতা জাহিদুল এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ২৪

ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করলো চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলে নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়। এক পর্যায়ে আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। পরে এঘটনায় আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে। এরই সুত্র ধরে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের একটি দল যুবলীগ নেতা জাহিদুল মেম্বার কে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় মাদক সম্রাট কতৃক আহত হওয়ায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় মাদক সম্রাট জাহিদুল গ্যাং কতৃক আহত হওয়ায় ভূক্তভোগীর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। তারিই ফলশ্রুতিতে কয়েক বছর আগে আমাকে বিবাদীপক্ষ মোঃ জাহিদুল মেম্বার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে আমাকে বেদম মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। এরই সূত্র ধরে আমি বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনে পত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দলনের নেতৃত্ব দেয় ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহন করি। যাহার ফলোশ্রুতিতে স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারের নেতাকর্মীরা ও যুবলীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম ও যুবলীগের সাবেক থানা সভাপতি তালেবসহ তার সাঙ্গ পাঙ্গোরা ভালোভাবে সেটা মেনে নিতে পারিনি। বিভিন্ন সময় আমাকে প্রাণনাশের হুমকি ধামকি দিয়ে আসিতেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলিয়া নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়।

এক পর্যায়ে আমার বড়ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। ঘটনার বিবরনী দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জকে মোবাইল

ফোনের মাধ্যমে জানাই। তৎখনিক অফিসার ইনচার্জ পুলিশ সদস্যদের পাঠিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করে ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং বলে তোমরা নির্দিষ্ট আসামীগনের পরিচয় দিয়ে থানায় এজাহার দায়ের কর। সেই মর্মে আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই। তবে আজ সকালে আসামীরা সকলে মিলে আমার বাড়িতে মটর সাইকেলে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেই। নায্য বিচার পাইবার জন্য সংবাদ সম্মেলনের ইচ্ছা পোষণ করি।

দামুড়হুদা লোকনাথপুর বিএনপি’র শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতি অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুরে বিএনপি’র শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৫ টার সময় হাউলী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র আয়োজনে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়ন ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মোঃ রোকনুজ্জামান বাবু’র সভাপতিত্বে শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসার আবুল হাসেম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী। উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোঃ জাকির হোসেন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মালেক রুস্তম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সিনিয়র

সহসভাপতি সলেমান মল্লিক, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অহিদুজ্জামান। হাউলী ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ওমিদুল বিশ্বাস, সহসভাপতি মোঃ মহাসিন আলী, যুগ্ম সম্পাদক মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা যুবদলের সদস্য হুমায়ূন কবির ডাবলু, মমিনুল ইসলাম মমিন, মানিক, সুমন। হাউলী ইউনিয়ন যুবদলের অন্যতম নেতা আরিফুল ইসলাম আরিফ, লাজিব সিদ্দিকী। হাউলী ইউনিয়ন ছাত্র দলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তামিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিক সহ হাউলী ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ, যুবদল ও ছাত্র দলের নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন হাউলী ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শমসের আলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ৬নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ রশীদুল হক।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টায় ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, উপজেলা যুবদলের সদস্য হুমায়ূন কবির ডাবলু, মমিনুল ইসলাম, হাউলী ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি আব্দুল মমিন, সাধারণ সম্পাদক শমসের আলী,

সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল জোয়ার্দার, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, হাউলী ইউনিয়ন যুবদলের অন্যতম নেতা আরিফুল ইসলাম আরিফ, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিকসহ হাউলী ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠান শেষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সারা বাংলাদেশের সকল শহীদ ও আহতদের উদ্দেশ্যে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত সকলে দুহাত তুলে দোয়া মোনাজাত করেন। দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

চুল দাড়ি কেটেও পালিয়ে রেহাই পাইনি অপরাধীরা–তনু

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা পূর্বপাড়া যুব সাংগঠনিক ক্লাবের আয়োজনে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে আরামডাঙ্গা পূর্বপাড়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় কার্পাসডাঙ্গা ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবু তালেব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর তার দলের নেতারা অপরাধের জন্য চুল দাড়ি কেটে পালাতে গিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি মানিকের অবস্থা আপনারা দেখেছেন। কলার পাতায় শুয়ে থেকেও পার পাননি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন,সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম মেম্বর,সিনিয়র সহ-সভাপতি করম আলী মেম্বর,যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জুলফিক্কার আলী ভুট্টো, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, দামুড়হুদা থানা কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মতিন খসরু,২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারন সম্পাদক আতিয়ার মালিথা, সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি এ্যাড:আব্দুল্লাহ আল মামুন এরশাদ, সাবেক মেম্বর মুকুল মোল্লা, আবু ছাইদ মোড়ল, মোক্তার আলী, থানা যুবদল নেতা মাবুবুর রহমান জনি, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আবজালুর রহমান সবুজ।যুবদল নেতা দেলোয়ার, রুস্তম, কবির, আহসান, মমিন,ক্লাবের সভাপতি আল আমিন, বিপ্লব, আলামিন, ওসমান, ইয়াকুব প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো:আব্দুল কাদের।

দামুড়হুদায় সবুজ সংঘের উদ্যোগে বর্ন্যাতদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদার দৈউলী সবুজ সংঘের উদ্যোগে বর্ন্যাত মানুষের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে “আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে’র” মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

জানাগেছে, ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত দামুড়হুদার ” দেউলী যুব সংঘ” এর উদ্যোগে কয়েকদিনে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বর্ন্যাতদের জন্য ২১ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত অর্থ গতকাল শুক্রবার সকালে আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মোবাইল ব্যাংকে প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দৈউলী যুব সংঘ’র সভাপতি আকরাম হোসেন, সহ সভাপতি আবু তালহা, সাধারন সম্পাদক তারিকুল, সদস্য বিপ্লব, তৌফিক, তানভীর, আল সাহিদ, শাফায়েত, সাব্বির, আরেফিন, জুবায়ের সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা

দামুড়হুদা উপজেলা আইন- শৃঙ্খলা, চোরা চালান ও নাশকতা, মানবপাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা এলাকার চলমান পরিস্থিতিতে উপজেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামীতে সার্বিক বিষয়ে আইন শৃঙ্খলার যেন কোন অবনতি না ঘটে সে জন্য করনীয় শীর্ষক আলোচনা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার সভাপতিত্বে এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, জেলা জামায়াতে ইসলামির নায়েবে আমীর ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান মাও: মো: আজিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামির আমীর নায়েব আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডাঃ হেলনা আক্তার নিপা, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (অপারেশন্স) নিরব হোসেন, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, দর্শনা পৌর

জামায়াতে ইসলামির আমীর মাহবুবুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান, দামুড়হুদা সদর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের আহবায়ক শামসুজ্জোহা পলাশ, যুগ্ম আহ্বায়ক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, দামুড়হুদা উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আশরাফ আলী মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য খ্রিস্টান পরিষদের সভাপতি উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশীদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার মোঃ সাজিদ, কোম্পানি কমান্ডার ঠাকুরপুর বিজিবি সুবেদার সাইফুল ইসলাম, কোম্পানি কমান্ডার মুন্সিপুর বিজিবি নায়েক সুবেদার শ্রী তাপস কুমার, কোম্পানি কমান্ডার দর্শনা বিজিবি আশরাফুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার ডিএসবি অফিসার এস আই আসাদুজ্জামান, ডিএসবি অফিসার সেলিম হাসান, দর্শনা সরকারি কলেজর প্রভাষক রাজু আহমেদ, দামুড়হুদা পাইলট গালর্স স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষিকা ফাহমিদা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দিন প্রমূখ।

দামুড়হুদায় জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ৪৮ তম প্রয়াণ দিবস পালন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাডাঙ্গায় ২৭ শে আগষ্ট মঙ্গলবার (১২ ই ভাদ্র বাংলা) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৮ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘর চত্বরে কবীর স্মৃতি স্তম্ভে সকাল সাড়ে ১০ টায় পুষ্প মাল্য অর্পণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা

মিতা। আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল,মধু বিশ্বাস, আপেল হোসেন, উসমান গনি প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন মাও: নুরুল আমিন।

নজরুল স্মৃতি বিজরিত আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল তিনি কবি নজরুল ইসলামের কার্পাসডাঙ্গায় আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তরুণ বয়সে অনেকবার এসেছেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী জনপদ কার্পাসডাঙ্গায়। তার স্মৃতিবিজড়িত খড়ের আটচালা ঘরটি এখনো সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঘরটি বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। কবি যে এ ঘরেই অনেক দিন-রজনি কাটিয়েছেন, সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত বা বিতর্ক নেই। তৎকালীন দামুড়হুদা উপজেলার ভৈরব নদের তীরবর্তী কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়ার সরকার পরিবার ছিল জ্ঞান-গরিমায় বেশ সম্ভ্রান্ত। এ পরিবারের সন্তান শ্রী মহিম সরকার চাকরির সুবাদে থাকতেন কলকাতায়। কলকতা আমহার্স্ট স্ট্রিটে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন। মহিম সরকারের সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলামের খুবই সখ্য ছিল। তার বাড়িতে কবির আসা-যাওয়া ছিল আপনজনের মতো। তার দুই মেয়ে আভা রানি সরকার ও শিউলী রানি সরকার নজরুলগীতি চর্চা করতেন। তাদের গানের তালিম দিতেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজে। পরবর্তীতে আভা রানি সরকারের গানের রেকর্ডও বের হয়। প্রখ্যাত লেখক ড. আশরাফ সিদ্দিকী অনুসন্ধান করে নজরুলের কথা ও সুরে আভা রানি সরকারের ছয়টি গানের রেকর্ড-তথ্য পান।

একাধিক তথ্যসূত্রে জানা যায়, মহিম সরকারের পারিবারিক আমন্ত্রণে একাধিকবার কবি নজরুল কার্পাসডাঙ্গায় এসেছেন। তবে ১৯২৬ সালে ২৭ বছর বয়সে কবি সপরিবারে এখানে বেড়াতে আসেন। এ সময় প্রায় দুই মাস কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থান করেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন শাশুড়ি গিরিবালা, স্ত্রী প্রমীলা ও বড় ছেলে বুলবুল। তারা কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে দর্শনায় নেমে ছয় মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গরুর গাড়িতে করে কার্পাসডাঙ্গায় আসেন।

দামুড়হুদায় বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ, সাবেক এমপির ভাই আরিফের দখলে

দীর্ঘ চার বছর যাবৎ দামুড়হুদা রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলফিল্ড দখল করে নিজস্ব কাজ চালিয়ে আসছে সাবেক চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি হাজী আলী আজগার টগরের ভাই আরিফুল ইসলাম আরিফ।

স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ম্যানেজিং কমিটি আরিফের ভয়ে ছিল নিরব। মুখ খুললেই বিপদ। দ্রুত স্কুল মাঠ থেকে পাথর ও তৈরি ব্লক অপসারণ করতে হবে। দীর্ঘদিন খেলার মাঠ দখল করার অপরাধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কতৃপক্ষর নিকট এমনটাই দাবি এলাকাবাসীর।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সবেক চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাংসদ সদস্য আলি আজগার টগর এমপির ভাই আরিফুল ইসলাম আরিফের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারিনি। চাপা কষ্টে দিনযাপন করতে হয়েছে।তারা যেটা করেছে সেটাই মাথানিচু করে সহ্য করেছে এলাকার জনসাধারণ । ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধি আন্দোলনে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সবেক এমপিসহ তার দশভাই এলাকা ছেড়েছে।তখনি গ্রামবাসী মুখ খুলতে শুরু করেছে।দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর ধরে আরিফুল ইসলাম আরিফ ব্লক তৈরির জন্য রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি বেচে নেই।খেলার মাঠটি পরিনত হয় কারখানায়। ট্রাক বোঝায় পাথর মিকসার মেশিন খেলার মাঠটি নিজস্ব কারখানা করে কোমলমতি শিশুদের খেলাধুলা থেকে বিরত রাখে। এলাকার যুবকরা প্রতিনিয়ত ফুটবল খেলা করতো কিন্ত দীর্ঘ ৪ বছর ধরে আর ফুটবল খেলা করতে পারে না।এতে যুবসমাজ নষ্টর দিকে ধাবিত হচ্ছে।এ যুব সমাজকে বাঁচাতে আবার আগের মত ফিরে পাবে এমনটিই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর।

গ্রামবাসীরা জানায়, সাবেক এমপির ভাই আরিফ নিজের ব্যবসার জন্য এলাকার খেলাপ্রেমি যুবকদের ধংশের পথে ঠেলে দিয়েছে।বিকাল হলে ছেলেরা আসতো ফুটবল খেলতে কিন্ত এই চার বছর ধরে আর ফুটবল খেলতে পারে না।এই বিকালের সময়টা যুবক ছেলেরা অন্য পথে সময় ব্যায় করে। এত দিন আমরা ভয়ে কিছু বলতে পারিনি। আর সহ্য করা যায় না। তাই খেলার মাঠটি পরিস্কার করে আবার ছেলেরা খেলা মুখি করতে হবে।যদি

দূরুত্ব খেলার মাঠটি পরিস্কার না করা হয় তাহলে গণস্বাক্ষর নিয়ে মানববন্ধন করা হবে বলে হুশিয়ারি দেন। সেই সাথে সরকারি খেলার মাঠ দখল করার অপরাধে আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে।

আরিফের ম্যানেজার জনি বলেন,আমি কথা বলে আপনাকে জানাবো নিউজ করার দরকার নাই। রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যনেজিং কমিটির সভাপতি সেলিম উদ্দিন বলেন রঘুনাথপুর এমপির গ্রাম আর তার ভাই এই কাজগুলো করছে। আমরা বারবার বলা সত্ত্বেও তাদের মত তারা কাজ চালিয়ে গেছে। আমাদের কথার কোন কর্নপাত করিনি।
রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মেরিনা খাতুন বলেন আমরা বারবার স্যারদেরকে জানাইছি সেই সাথে যারা এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকেও জানিয়েছি কিন্তু কোন কাজ হয়নি। স্যাররা ভিজিটে আসে নিজের চোখে দেখে তারপরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আমাদের করার কি আছে। আমরা সব সময় ভয়ে ভয়ে চাকরি করেছি যদি বেশি চাপ দেই তাহলে হয়তো আমাদের এখানে চাকরি করা সম্ভব হতো না।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান বলেন আমরা এতদিন জানতাম না আপনার কাছে জানলাম রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম কিন্তু তিনি কখনোই লিখিতভাবে আমাদেরকে জানায়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন আপনারা স্থানীয়ভাবে ওগুলো সরিয়ে ফেলতে পারেন তা না হলে প্রধান শিক্ষিকা আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।